দৈনিক সংবাদ

30 JUN 1986

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 4 ... কলাম ... 7 ... ...

141

শিক্ষা মন্ত্রণালয় জবাব দেবেন কি?

গত ৮ই জুন '৮৬ সকালে রেডিওতে "দর্পণ" অনুষ্ঠান শেষে জনাব কৌশিক আহম্মদকে প্রত্যাশা করতে শুনেছিলাম যে, 'ঈদ' সবার জন্য সমভাবে আসুক। আবার তিনি গত ৭-৬-৮৬ তারিখে বলেছিলেন, "আজ সবাই দূর দূরান্ত থেকে বাড়ী যাবে আপনজনদের নিয়ে ঈদ করতে, "অবশ্য এ প্রত্যাশা করাটা স্বাভাবিক। কিন্তু সত্যি কি 'ঈদ' সবার জন্য সমান আনন্দ নিয়ে আসতে পেরেছিল? সবাই কি পেরেছিল তার স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়দের নিয়ে ঈদের খুশীতে অংশ নিতে? জামা-কাপড় না হোক অন্ততঃ তাদের সন্তানদের জন্য একটা 'টুপি' কিনে দেবার ইচ্ছাও কি তাদের ছিল না? ছিল তাদের সাধ ছিল কিন্তু সাধ্য ছিল না। আর যেটুকুই বা সাধ্য ছিল, তাও বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে নাই মহামহিম হুজুরেআলাদের কৃপাদৃষ্টির অভাবে। ফলে তাদের কাছে এবারের ঈদ হতাশা হয়ে রইল। আর আনন্দ তো দুরাশা।

আমরা যারা বেসরকারী স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসায় শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত আছি, তাঁদের কথা ভেবেই আমি উপরের কথাগুলি লিখলাম। শিক্ষকদের অর্থনৈতিক দূরবস্থার কথা এখানে আর নতুন করে বলতে চাই না। আমাদের কি সাধ-আহ্লাদ থাকতে নেই? আমরাতো সবাই তীর্থের কাকের ন্যায় বসেছিলাম যে আমাদের ৪র্থ কিস্তি সরকারী অনুদানের টাকা পাব এবং 'ঈদ উৎসব' উৎযাপন করবো। আমার জিজ্ঞাসা, কাদের গাফিলতির জন্য আমরা টাকা পেলাম না? সব দপ্তরই পেল বোনাসসহ আমরা বোনাস ছাড়া বাকীটাও পেলাম না কেন? আমাদের দপ্তর প্রধান অর্থাৎ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা ভবনের আমলারা কি এবার 'ঈদ' করেন নাই?

তবিবর রহমান আকন্দ
সহ-শিক্ষক, নান্দাইল উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।